গাংনীতে অসহায় বৃদ্ধার ঘর মেরামত করে দিচ্ছে ‘কিশোরের ডাক

মেহেরপুরের যুব সমাজ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রেখে চলেছে। তারা নির্যাতিত নিপিড়িত অসহায় মানুষের পাশেও দাঁড়িয়ে সমাজ গঠনে অনন্য অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় যুব সমাজ বয়োভারে বৃদ্ধ আব্দুল গনির পরিত্যক্ত বসত ঘরটি মেরামত করে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের। মেরামত নয়,অসহায় বৃদ্ধ আব্দুল গনিকে একটি সরকারি পাকা ঘর দেবার দাবীও জানান তারা।

জানাগেছে, নওয়াপাড়া নবীনপুর গ্রামের আব্দুল গনি। বয়স ৯৫ বছর। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর। দুই ছেলে তিন মেয়ের জনক। ছেলে ও মেয়েরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বয়স বৃদ্ধির কারণে তাকে কেউ দিন মজুরের কাজে না নেয়ায় জিবন জীবীকার তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন ঘটকালি পেশা। বিয়ের ব্যবস্থা করলে সেখান থেকে যা পাওয়া যেতো তাই দিয়ে চলতো সংসারের সব খরচ। এখন নিজেই নিজের কাছে ভারী হওয়ায় ঘটকালী পেশাটাও তার নেই। এদিকে নিজে ও স্ত্রী খাদিজা বেগম শ্বাস কষ্টের রোগী। কোন রকমে চেয়ে চিন্তে দ’মঠো ভাত জুটলেও জুটেনা রোগ থেকে নিরাময়ের ওষুধ। উপরন্ত বসত ঘরটি জরাজীর্ণ। পয়সার অভাবে সেটিও ঠিক করতে পারেন না আব্দুল গনি। ঝড় বৃষ্টি কিংবা প্রতিকুল আবহাওয়ায় এক রকম সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয় তাদের। ঘরের ছাউনির টিন গুলি ফুটো হয়ে গেছে। চারিদিকের বেড়াও ভেঙ্গে পড়েছে। ঘরের চারদিক তাল পাতার ঠেকনা দেয়া। প্রচন্ড শীত আর কুয়াশায় ঘরে থাকা দায়। শীত আসলেই বাড়ে স্বাসকষ্ট। আব্দুল গনির এই করুণ অবস্থা দেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন। ‘কিশোরের ডাক’ নামের ওই সংগঠনটি ঘরের টিন আর বাঁশ দিয়ে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়। সোমবার সকাল থেকে সংগঠনের সদস্যরা কাজে নেমে পড়েন। নিজ উদ্যোগে ঘরটি নতুন করে মেরামত করার কাজ শুরু করেন।

আব্দুল গনি (ওরফে গনি ঘটক) জানান, জিবনের অনেক মানুষের উপকার করেছেন। সম্পন্ন করেছেন দুই শতাধিক বিয়ে। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে না পেরে সে পেশা ছেড়েছেন বছর পাঁচেক আগে । অর্থের অভাবে বসত ঘরটি মেরামত করতে পারেন নি তিনি। আব্দুল গনির স্ত্রী খদেজা বেগম

জানান, স্বামী আব্দুল গনি পরপর দ’◌ুবার স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইজড হয়ে পড়েছেন। তাকে মুখে তুলে খাওয়াতে হয়। ছেলে মেয়েদেরও অভাবের সংসার। তারাও পারেনা বাবা মাকে দেখতে। চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছেও সরকারী ঘর পাবার জন্য আবেদন করেও কোন লাভ হয়নি। গ্রামের কিছু যুবক আমার ঘরটি আপাতত মেরামত করে দিচ্ছেন এতেই বেশ খুশি তিনি। তার পরও জিবনের শেষ সময় একটি ভাল ঘরে বসত করতে চান তিনি। সংগঠনটি ও স্থানীয় লোকজন বৃদ্ধ আব্দুল গনির জন্য একটি সরকারী ঘরের দাবী করেছেন।

স্থানীয় যুবক সোহেল জানান, আমি একটি পারিবারিক কাজে এসে বৃদ্ধ আব্দুল গনির মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র দেখে খুবই কষ্ট লেগেছে। আমি একজন ’কিশোরের ডাক’র সদস্য হিসেবে বিষয়টি সকলকে জানালে সকলে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ যোগাড় করে ঘরটি মেরামত করে দিচ্ছি। তবে এটি স্থায়ী নয়, সরকারিভাবে সহায়তা প্রয়োজন। যুবক জাহাঙ্গীর আলম জানায়, আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্পের একটি ঘর পেলে তারা নিশ্চিন্ত হবে।

কাথুলী ইনিয়ন পরিষদের সদস্য আনারুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর পেয়েছি মাত্র কয়েকটি। যা সকলকে দেয়া সম্ভব হয়নি। আব্দুল গনি বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে কথা বলবো। সামনে সুযোগ আসলে তাদের একটা ব্যবস্থা হবে।

ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান জানান, বৃদ্ধ আব্দুল গনির বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি। তার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, এমন মানবিক বিষয় । মানূষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়,তখন তারা অসহায় হয়ে পড়ে। আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো তাদের একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য। ঘরের জন্য একটি আবেদন প্রয়োজন। পবিরার থেকে আবেদন করলে আমার জন্য সুবিধা হবে।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুভ বড়দিন উপলক্ষে অসহায় শীতার্থদের মাঝে পারিবারিক ভাবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করেছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক ও তার পরিবার।

রবিবার বিকেলে সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর এর আয়োজনে, এবং বাবুল মল্লিক ও তার পরিবারের সহযোগীতায়, সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গনে বল্লভপুর ডিনারির ডিন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক এর সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি এবং মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সব কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্হিত ছিলেন, সেলফ প্রজেক্ট বল্লভপুর এর পরিচালক অশোক মল্লিক,বাগোয়ান ইউনিয়ন ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মারিওসুসিত মন্ডল (গনা) সাধারণ সম্পাদক মাইকেল মন্ডল টুইস,বল্লভপুর চার্চ সেক্রেটারি মেরি সুখী মল্লিক,মহিলা নেত্রী তৃপ্তি মন্ডল ও কুমারী খান।

মেহেরপুর র্যাবের পৃথক অভিযানে এ্যালকোহল ও ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের সদস্যরা পৃথক অভিযান চালিয়ে ২১০ বোতল এ্যালকোহল ও ৭২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রফতার করেছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে র্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসির কমাণ্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কুষ্টিয়ার মিরপুর থানাধীন আমলাবাজার সদর জামে মসজিদ মার্কেট এর নীচ তলায় অভিযান পরিচালনা করে ২১০বোতল নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য এ্যালকোহলসহ সাহাপুর গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে নুরুল ইসলাম (৩৭) কে গ্রেফতার করে। পরে বিকালে একই জেলার দৌলতপুরের গোয়ালগ্রামে অভিযান চালিয়ে ৭২ পিস ইয়াবাসহ একই গ্রামের আফজান মালিথার ছেলে মিলন আলী
(৩৫) কে গ্রেফতার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সিপিসি কমাণ্ডার।

তিনি আরো জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই মাদক ব্যবসায়ীদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট বিক্রয় করে আসছিল

মেহেরপুরে ‘দৈনিক আমাদের সুর্যোদয়’ নামের নতুন দৈনিকের আত্মপ্রকাশ

নতুন একটি সময়, নতুন একটি দিগন্ত তৈরী হতে চলেছে দৈনকি আমাদের সৃর্যোদয় পত্রিকার মাধ্যমে। যে প্রত্যয়, যে প্রেরণা, যে উদ্যোগ নিয়ে দৈনিক আমাদের সুর্যোদয় পত্রিকাটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে তা পাঠকের কাছে অত্যান্ত জনপ্রিয়তা পাবে বলে আমি আশা রাখি, ভরসা রাখি। কারন এ পত্রিকার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তারা সমাজের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে। তারা পজেটিভ মানষিকতার চিন্তা করে। পত্রিকাটি হবে মানুষের কাছে একটি আস্থার পত্রিকা। মেহেরপুর জেলায় মানসম্মত একটি ভাল পত্রিকার অনেক অভাব রয়েছে। দৈনিক সুর্যোদয় পত্রিকাটি সেই অভাব পুরন করবে।

যে সংবাদ পড়ে সমাজ এগিয়ে যাবে দেশ এগিয়ে যাবে। আমরা যেমন সমস্যা

লিখবো,তেমনী সমাধানও লিখবো। মানুষের আকাংখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে হলুদ সাংবাদিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পত্রিকাটি মানুষের স্বপ্ন পুরুনে কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পত্রিকার প্রতি আশির্বাদ থাকবে,যদি তার ব্যতয় ঘটে তবে আমাদেরও দৃষ্টির ব্যত্যয় ঘটবে।

জেলার সকল অসংগতি তুলে ধরে মেহেরপুরকে আরো এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে বলে মন্তব্য করেছেন গপপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মেহেরপুর -১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেন দোদুল। দৈনিক আমাদের সুর্যোদয় পত্রিকার লোগো উন্মোচন ও প্রকাশনার উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

গতকাল রবিবার বিকেলে গাংনীর সুর্যোদয় স্কুল মাঠে আয়োজিত প্রত্রিকার লোগে উন্মোচন ও ড্যামি কপি প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটি সংবাদ পরিবেশন করতে হলে অনেক যাচাই বাছাই করে করা উচিৎ। কারন একটি সংবাদ ছাপা হয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায়না। আপনার লেখা একটি সংবাদ আগামী দিনের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দলিল। তাই যা ইচ্ছে তা লিখে কাগজের পাতা ভর্তি করবেননা। ভাল সংবাদ লিখবেন যা পড়ে মানুষ উপকৃত হয়। এই পত্রিকা নতুন প্রজন্মকে আলো দেখাবে,অনেক সমস্যার সমাধান করবে এমন সংবাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দৈনকি আমাদের সুর্যোদয়কে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫১ বছরে মেহেরপুরকে এগিয়ে নিচ্ছে বর্তমান সরর্কা। ◌্এর আগে অনেক সরকার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু মেহেরপুরের দিকে নজর দেয়নি। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেহেরপুরকে যুগের সাথে তাল মেলাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ইতো মধ্যে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়া সড়কটি ফোরলেন সড়কের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্য হয়েছে। ২ ডিসেম্বর রাস্তাটির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। মেহেরপুর থেকে ৫৮ কিলোমিটার রাস্তাটি নির্মাণ কাজ করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৬৪৩ কোটি টাকা। এই ৫৮ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ৮ কিলোমিটার রাস্তাকে ফোরলেন করা হবে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। মুজিবনগরে স্থলবন্দর হচ্ছে এই সরকারের আমলে। যে স্থল বন্দর দিয়ে মানুষ দেশ বিদেশে যেতে পারবে। অনেক মানুষ ব্যবসা বানিজ্য করে সাবলম্বী হবে। ৪১০ কোটি টাকা ব্যায়ে মুজিবনগর স্মৃতিকমপ্লেক্সকে আবারও নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে।

সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব আলকামা সিদ্দিকী গাংনী পৌরসভার মেয়র আহামেদ আলী, সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা(সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক,গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক,কুষ্টিয়া এলজিইডি’র প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

এসময় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাশেম অনুরাগীসহ প্রত্রিকার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ২১টি মোটরসাইকেল জব্দ

গাংনীর বামন্দীতে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলের বৈধকাগপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় ২১ টি গাড়ি জব্দ করেছে মেহেরপুর ট্রাফিক বিভাগ।

আজ রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সড়কসহ বিভিন্ন স্থানে গাড়ি গুলো জব্দ করে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে রাখা হয়েছে।

জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট মুকুল হোসেন জানান, সম্প্রতি মেহেরপুর জেলাজুড়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সামনে ট্রাফিক বিভাগ অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় সড়কে চলাচলকৃত মোটরসাইকেল চালকদের থামিয়ে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিনা পরিক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২১টি মোটরসাইকেলের বৈধ রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স

না থাকায় মামলা দেওয়া হয়েছে। মামলার টাকা পরিশোধ এবং অনটেস্ট মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্রের টাকা জমা দিয়ে গাড়ি গুলো বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প থেকে নেওয়ার জন্য আটককৃত গাড়ির মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীর লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ভবনের উদ্ভোধন করা হয়েছে।

রোববার(১৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে প্রধান অতিথী হিসেবে ভবনের উদ্বোধন করেন সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু,গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, জেলা শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান ও বিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ শহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে খেলার সামগ্রী প্রদান করেন ও বাউন্ডারি ওয়াল,শহীদ মিনার ও কম্পিউটার ল্যাব প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান মকলেচ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর উত্থান , অত:পর…

জামায়াত-বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আলোচিত-সমালোচিত তরুন উদীয়মান রাজনীতিক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু। গেল মঙ্গলবার অনলাইন জুয়ায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার সম্পর্কে বেরিয়ে এসেছে বিচিত্রি সব তথ্য। কেউ বলেছে শিপু দানশীল ও পরপোকারী, কেউ বা বলেছে গরীবের বন্ধু, কারো কারো মুখে অনলাইন জুয়াড়ী, টেণ্ডারবাজ, নিয়োগ বাণিজ্যর হোতা। শিপুর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা। অনেকেই বলছে কেই এই শিপু? কিভাবে তার উত্থান এই নিয়ে চলছে নানা আলোচনা আর সমালোচনা। কোটি কোটি টাকার মালিক শিপুর অর্থ সম্পদ হলো কিভাবে? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচের উৎস কি?

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের ফরাজি পাড়ার এক কৃষক পরিবারের সন্তান সাহিদুজ্জামান শিপু। বাল্যকালে ১৯৯৪ সালের ২৯মে সাহিদুজ্জামান শিপুর পিতা আব্দুল কুদ্দুস, দাদা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও দুই চাচা চরমপন্থিদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়। শিশু বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে বেড়ে ওঠে। শিপুর দাদা জামায়াত ইসলামের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাপ-চাচারা করতেন বিএনপি। শিপুর নানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। পারিবারিক নিরাপত্তার কারনে কারনে শিশু শিপুকে নিয়ে তার মা চলে আসেন গাংনীতে। মামা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মরহুম কামরুজ্জামান বুড়োর কাছেই লালিত পালিত হন শিপু। সংসারে তার লেখা পড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের কাছে নিয়ে যায় প্রয়াত ছাত্র নেতা কামরুজ্জামান বুড়ো। ছাত্র অবস্থায় জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। মকবুল হোসেনের আর্শিবাদে ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সহসভাপতির পদ পান তিনি। রাজনীতির অঙ্গনে লড়াকু সৈেনিকর ভুমিকায় অভিভুত হয়ে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন তার পার্সোনাল সেক্রেটারি (পিএস) হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই থেকেই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন শিপু। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে বিত্ত বৈভবের মালিক হন তিনি। টেণ্ডারবাজি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের নিয়োগ বাণিজ্যর মূল হোতা

হয়ে উঠে তরুণ শিপু। মকবুল হোসেন এমপির মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়োগ ও টেণ্ডারবাজির সবটুকুই দেখভাল করতো শিপু।

সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ অনেককেই নানা ধরনের রোশানলে পড়তে হয়েছে তার কাছে। কথিত আছে মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছ থেকে নানা সময়ে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই সাহিদুজ্জামান শিপু। স্বার্থের টানা পোড়েনের কারনে এক সময় দুজনের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। সেই শত্রুতা দিনদিন দানা বেঁধে ওঠে। পরে আশরাফুল ইসলামের সার্থে সম্পর্কের ছেদ পড়ে। বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামানের বিপক্ষে বিভিন্ন সময় মিছিল মিটিং করতে দেখা যায় এই শিপুকে।

গেল জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচিত হলে মকবুল হোসেনের কাছ থেকে সরে এসে সাহিদুজ্জামান খোকনের আস্থা ভাজন হবার চেষ্টা করেন শিপু। এ চেষ্টায় সফলও হন তিনি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত কামরুজ্জামান বুড়োর স্বরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। শিপুর সাজানো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসানেরএমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। নিজ খরচে বিভিন্ন মানুষকে অর্থিকভাবে সহায়তা ছাড়াও দান খয়রাতে ব্যাপক পরিচিত পায় গাংনীসহ বিভিন্ন এলাকায়। নিজেকে আগামী দিনের গাংনী পৌর সভার মেয়র হিসেবে তৈরী করার আগাম প্রস্তুতি বটে। কিন্তু তার এই টাকা উড়ানোর বিষয়ে বিভিন্ন মহল আলোচনা সমালোচনা শুরু করে। কিভাবে এই বিত্ত বৈভবের মালিক হন। এই নিয়ে চলে বিত্তশালীদের মধ্যেও নানা গুঞ্জন। সাহিদুজ্জামান শিপুর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা আয়ের উৎস নেই অথচ কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে প্রশাসনও নড়ে চড়ে বসেন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে বিষয়টি খোলসা হয়। বেরিয়ে আসে অনলাইন জুয়ার চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। বর্তমানে শিপু হাজতবাসে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তজুড়ে এলাকাবাসী জানান, সাহিদুজ্জামান শিপুর দাদা আলতাব হোসেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সৃষ্ট চরমপন্থিদের আশ্রয় দুর্দান্ত দাপটে এলাকা অস্থির। সেসময় পুলিশ বেশ কয়েকজন চরমপন্থিকে গ্রেপ্তার করলে চরমপন্থিরা ফুঁসে ওঠে। পরে একই রাতে সাত জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের শিকার সাত জনের মধ্যে জালশুকা গ্রামের তিনজনসহ শিপুর দাদা, বাবা ও দুই চাচাসহ চারজনকে জবাই করে হত্যা করে চরমপন্থিরা। এ হত্যাকান্ডকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে গ্রামের বর্তমানে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর

রহমান মুকুল ও তার পরিবারের লোকজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মামলা করে। অথচ মখলেচুর রহমান মুকুল অন্য একটি মামলায় সেসময় কারাগারে ছিলেন। দির্ঘদিন আদালতে ওই মামলা বিচারাধীন থাকার পর মামলা থেকে অব্যহতি পান মখলেচুর রহমান মুকুল।

আরো একটি সুত্র জানায়, সাহিদুজ্জামান শিপু ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বিত্তবৈভরে মালিক হন। সুত্রটি জানায় উড়তি বয়সের ছেলেদেরকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে গেছেন। এছাড়া তিনি এলাকায় একজন সুদ ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিচিত। এদিকে নিজের রাজনৈতিক ভীত মজবুত করতে বিভিন্নজনকে অকাতরে অর্থদান শুরু করেন। শিপু কত কোটি টাকার মালিক হয়তো সে নিজেও জানে না। স্ত্রীর নামে পোস্ট অফিসে কিছু সঞ্চয় করেছেন। এছাড়া নিজের নামে কোন ব্যাংকে টাকা রাখেননি এমনকি জমিও কেনেননি। তবে ওইসকল টাকা সোনার বার কিনে মজুদ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া মেহেরপুর গাংনী, কুষ্টিয়ার কিছু এলাকার মাদকের নিয়ন্ত্রণ করেন এই সাবেক ছাত্র নেতা। এছাড়া রয়েছে নারী কেলেঙ্কারীতে পারদর্শিতার অভিযোগও।

মাদক, সন্ত্রাস ও অনলাইন জুয়াড়ি বিষয়ক শিপুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে নড়ে চড়ে বসে প্রশাসন। শেষ পর্যন্ত তার অনলাইন জুয়ার আখড়ায় হানা দেয় পুলিশ। শুধু শিপুই নয়, তার সাথে তার আরো পাঁচজন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। বেরিয়ে পড়ে থলের বিড়াল। সম্প্রতি গাংনী বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ ও উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিপু নিজেই বাদী হয়ে গাংনী থানায় ১১ জনের নামে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হন। একটি সুত্র জানায়, শিপু নিজেই একজন অঘটন ঘটন পটিয়শি। নিজেই ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিএনপির ওপর দায় চাপিয়েছেন। প্রশাসনও বিষয়টি আচ করতে পেরে গোপন তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। তবে এব্যাপারে প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মর্তারা মুখে কোলুপ এঁটেছেন।
অপর একটি সুত্র জানায়, শিপু সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহন ও রাজনীতিতে তার পদার্পন। তাই সাবেক এমপি মকবুল হোসনে কে তিনি কোনদিনই পরিত্যাগ করেননি। বর্তমান সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের সাথে মিশে থেকে কফিনের শেষ পেরেকটি মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। অনলাইন জুয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই কুটকৌশলের পখথটি রুদ্ধ। অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তার ব্যাক্তিগত কার্যালয় থেকে

শিপুসহ আরো পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলে তার অফিস এলাকা এখন সুনশান নিরবতা। এর শেষ দেখার অপেক্ষায় আছেন অনেকেই। শিপু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বর্তমানে কারান্তরীণ। সহসা জামিন না পেলেও জামিনে যখন বের হবেন তখনও কি তার দাপট থাকবে, না কী শিক্ষা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তা দেখার অপক্ষোয় গাংনীবাসী।

এদিকে, শিপু আটকের পর তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পদধারী অনেক নেতা প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু পুলিশ অনড় থাকায় কোন সুপারিশ কাজে আসেনি।
আজ রবিবার শিপুর রিমাণ্ড আবেদনের উপর শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

মেহেরপুরের কুলবাড়িয়া থেকে মহিলার লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া থেকে শাহানার খাতুন (৪০) নামের এক মহিলার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে কুলবাড়িয়া তালপট্টি মাঠে থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে নিয়েছে। নিহত শাহানারা খাতুন গাংনী উপজেলার সগলপুর গ্রামের মৃত রাহেদুল ইসলামের স্ত্রী।

কুলবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় ইউপি সদস্য রাজন হোসেন জানান, খবর পেয়ে এসে দেখি এখানে লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

নিহত শাহানারা খাতুনের ছোট ছেলে সুজন হোসেন জানান, তার মা গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় নানী বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকে আর খোজ পাওয়া যায়নি। রাতে ফোন দিয়েও পাওয়া যায়নি। সকালে মাঠে কাজে যাওয়া যেয়ে দেখি মায়ের মরদেহ পড়ে আছে। তখন আমি লোকজন ডাক দিই।

স্থানীয় হাসেম আলী জানান, শাহানারা খাতুন সহগলপুর গ্রামের বাসিন্দা সকালে শুনে আমি এসে দেখি মরদেহ পড়ে।

শাহানারা খাতুনের বোনের ছেলে সুমন জানান, আমার খালু (শাহানারার স্বামী) প্রায় ২০ বছর আগে আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছেন। খালা দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাচ্ছিলো। হঠাৎ কিভাবে এমন ঘটনা ঘটলো বুঝতে পারছিনা।

মেহেরপুর সদর থানার অধিনস্ত বৈকন্ডপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ আব্দুল মতিন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের এক জোড়া সেন্ডেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন পাশে পড়ে থাকতে পাওয়া যায়। নাকে হালকা ক্ষত পাওয়া গেছে। আমাদের তদন্ত চলছে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর আসল তথ্য জানা যাবে।

মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় আশেপাশের গ্রামের শতশত উৎসুক জনতা ঘটনাস্থলে ভীড় জমায়। স্থানীয় জনতা ও মৃত ব্যাক্তির আত্নীয় স্বজনেরাও মৃত্যুর সঠিক কারন বলতে পারেননি।

সাংবাদিক জনি চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার

চাঁদাবাজি ও প্রতারণা মামলায় এশিয়ান টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিকে চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে। তােকে এনটিভির সাংবাদিকের ক্যামেরা ছিনতাই ও চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উলবাসারের দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে।

গত ২২ নভেম্বর মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করেন বাদী রেজ আন উল বাসার তাপস। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, দাঙ্গাবাজ, সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। বাদী দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসাবে সেই কর্মরত রয়েছেন। সেই সুবাদে বাদীর সাথে আসামীর পরিচয় হয়। গত ১/১১/২০২১ তারিখে আসামি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার কফির দোকানে বসিয়া বলে যে আমি আমার পরিবারের ছবি উঠানোর কথা বলে বাদীর এনটিভির জন্য ব্যবহৃত ডিএসএলআর ক্যামেরা কয়েকদিনের জন্য নেয়। যার মূল্য আনুমানিক এক লাখ টাকা। কিন্তু আসামী মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিনের জন্য ক্যামেরা নিলেও আর ফেরত না দিয়ে দিনের পর দিন ঘুরাইতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামী ৫০ হাজার টাকা চাঁদার বিপরীতে ক্যামেরা ফেরত দিতে রাজি হয়। বাদি অনুপায় হয়ে বিভিন্ন সময় নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে ৪৭ হাজার টাকা দেয়। তারপরেও আসামী ক্যামেরা ফেরত না দিয়ে আজকাল বলে ঘুরাইতে থাকে। পরে বিষয়টি বিভিন্ন জনকে জানালে আসামী আরো ৩০ হাজার টাকা দাবি করে অন্যাথায় বাদীর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করবে বলে হুমকি প্রদান করে। এছাড়া আসামী বিভিন্ন সময় বাদীকে নানাভাবে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আসামী সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে প্রতারণা করে চলেছে। আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা চলমান রয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি হোটেল আটলান্টিকা নিয়ে ব্ল্যাকমেইলার চার সাংবাদিকের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি অন্যতম। ওই মামলার আসামি প্রিয়া খান ও ছন্দা খাতুন পৃথক পৃথক জবানবন্দীতে মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করেছেন। যা নিয়ে গত ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশের পর থেকে মিজানুর রহমান জনি আত্মগোপনে ছিলেন।

গাংনীতে বিজিবি’র উদ্যোগে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প ও কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন(৪৭ বিজিবি)র উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুস্থ্য জনসাধারণকে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও বিনামুল্যে ওষুধ বিতরণ ও শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭বিজিবি)।

শুক্রবার দিনব্যাপী মানবিক কার্যক্রম পরিচালনায় এলাকাবাসী বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহন করেন বিজিরি কাছ থেকে। আজ সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ক্যাম্পে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেলে গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পে দেড়শতাধিক মানুষকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামুল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এবং রাধাগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শতাধিক শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা বিজিবি হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মেজর মোহাম্মদ আব্দুল কাদের মিয়া।

এসময় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আরিফুল হক ও সহকারি পরিচালক (এডি) জিয়াউর রহমান বিজয় দিবসের এসকল মানবিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং নিজ হাতে কম্বল ও ওষূধ বিতরণ করেন।

কার্যক্রমের সার্বিক সহায়তা করেন কাথুলী বিজিবির কোম্পানী কমান্ডার সাইফুল ইসলাম,রংমহল ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার আব্দুল কাদেরসহ স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যবৃন্দ।